সান ইয়াৎ-সেনের "তিন জননীতি"

সান ইয়াৎ-সেনের মতাদর্শের সারবস্তু নিহিত ছিল এই স্লোগানের মধ্যে ঃ "মাঞ্চুদের বিতাড়িত কর, চীনা জনগণের শাসন ফিরিয়ে আনো, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর আর জমির উপর অধিকারের সমতা স্থাপন কর।" এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর **তিনটি জননীতি**। সেগুলি হল ঃ 'জনগণের জাতীয়তাবাদ', 'জনগণের গণতন্ত্র' এবং 'জনগণের জীবিকা'। কারও কারও মতে 'জনগণের জীবিকা' এই জননীতি প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যেহেতু এই নীতি ভূস্বামী শ্রেণীর জোয়াল থেকে কৃষককে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, তাই সামন্তব্যবস্থার বিরোধিতার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু একে কি সমাজতন্ত্রের সমার্থক হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে? ইস্রায়েল এপ্স্টাইনের (Israel Epstein, *From Opium war to liberation*) মতে, এটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী, একে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক হবে না। প্রথমতঃ শ্রমিক শ্রেণীর কোন স্থান এখানে নেই। দ্বিতীয়তঃ, যদিও মাঞ্চু স্বৈরতন্ত্র ছিল এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু, তবুও চীনের সামন্তব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসের উল্লেখ সেখানে করা হয় নি।

'জনগণের জাতীয়তাবাদ' এই জননীতির অর্থ বিদেশী মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ এবং স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মাঞ্চুদের বিরোধিতার মধ্যে আগে যে জাতীয় প্রতিশোধের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, সান ইয়াৎ-সেন সেই পুরানো ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন। "জাতীয়তাবাদের অর্থ হান বাদে অন্যান্য জাতিসত্তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা নয়", তিনি লিখেছেন, "আমরা মাঞ্চুদের সকলকে ঘৃণা করি না, শুধুমাত্র যারা হান জনসাধারণের ক্ষতি করেছে তাদের ছাড়া। যেসব মাঞ্চুরা আসন্ন বিপ্লবকে বাধা দেবে না বা ক্ষতিসাধন করবে না, তাদের প্রতি আমাদের দিক থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার কোন কারণ নেই।" এটা ঠিক যে সান ইয়াৎ-সেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মাঞ্চু ও সাধারণ মাঞ্চুদের মধ্যে তখনও কোনো প্রভেদ করেন নি। তবুও জাতীয়তাবাদের এই ধরনের ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অগ্রণী চিন্তার পরিচায়ক। এটা যে অগ্রণী চিন্তা তা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা এর সঙ্গে ভূস্বামীশ্রেণীর একটি অংশের মাঞ্চু বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের চিন্তার সঙ্গে তুলনা করি। সেই চিন্তানুযায়ী মাঞ্চু জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই চীনের মানুষের শত্রু।

'জনগণের জাতীয়তাবাদ'-এর অর্থ চিং বংশের অভিজাত শাসকদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। তিনি লিখেছেন ঃ "মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদ একটি জাতীয় বিপ্লব, কারণ তা (বিদেশী) মাঞ্চুদের সরিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে তা রাজনৈতিক বিপ্লবও

বটে, কারণ তা রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এটি দুবার করতে হবে। রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তানুযায়ী হান জাতিসত্তার কেউ রাজা হলেও বিপ্লবের প্রয়োজন আছে।" এটা খুব স্পষ্ট যে সান ইয়াৎ-সেন জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে মিশিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চিং রাষ্ট্রের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার বছর ব্যাপী চীনের সামন্ত রাজতন্ত্রেরও উৎখাত ঘটবে।

সান ইয়াৎ-সেন ও **তুং মেং হুইকে** সংস্কারবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। সংস্কারবাদীদের অন্যতম নেতা লিয়াং চি-চাও বিশ্বাস করতেন যে বিকাশের একটা ধারাবহিকতা আছে, এর মধ্যে কোনরকম মোচড় বা বাঁক নেই। পরবর্তী চিং শাসকদের প্রস্তাবিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তিনি সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে এই রাজতন্ত্র নতুন যুগে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থিতিশীলতার জন্ম দেবে। অন্যদিকে সান ইয়াৎ-সেন বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে বাঁক বা উল্লম্ফনে বিশ্বাস করতেন; তাঁর চিন্তাভাবনায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না। তিনি বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন-স্তর-কর্মসূচী উপস্থিত করলেন। প্রথম স্তরের মেয়াদ তিন বছরের। এটি গণসমর্থনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামরিক সরকারের শাসন। এই সরকারের কাজ হবে অতীতের সমস্ত অনাচার অবিচারের মূলোৎপাটন করা। দ্বিতীয় স্তরের সময়সীমা ছয় বছরের। এই সময়ে নির্বাচনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক কাউন্সিলের পরিচালনায় একটি অস্থায়ী সরকার গড়ে উঠবে। তৃতীয় ও শেষ স্তরে সামরিক সরকারের অবসান ঘটবে। তার স্থলাভিষিক্ত হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, যা নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে অসামরিক সরকার গড়ে তুলবে।

নতুন সংবিধানের চেহারা কেমন হবে, সে বিষয়ে সান ইয়াৎ-সেন পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আইন বিভাগ, শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ও বিচারবিভাগ —এই তিনটি বিভাগের সঙ্গে তিনি দুটি চীনা বিভাগ যুক্ত করেন। সেগুলি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ ও অনুমোদন বিভাগ।

'জনগণের গণতন্ত্র'—এই জননীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সান ইয়াৎ-সেন বলেন, যে সমস্ত মানুষ সমতা ও স্বাধীনতাকে সবচেয়ে উপরে স্থান দেন, তাঁরা কখনই স্বৈরাচারী শাসনকে মেনে নেবেন না। তিনি মনে করতেন "জাতীয় বিপ্লব"-এর সাথে এক "রাজনৈতিক বিপ্লব" ও সংগঠিত করতে হবে। চিং-শাসন উৎখাত করার পরে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলির অনুকরণে তিনি এক গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর এই কর্মসূচী চরম মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সমর্থন লাভ করেছিল। সান-এর এই জননীতি সম্পর্কে লেনিনের উচ্চ ধারণা ছিল, একে তিনি "সম্পূর্ণ গণতন্ত্র" ("complete democracy") হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

'জনগণের জীবিকা'—এই জননীতি কর্মসূচীর সামাজিক দিক প্রতিফলিত করেছিল এবং জমির জাতীয়করণের কথাই প্রচার করেছিল। বস্তুতঃ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময়ে সান ইয়াৎ-সেন হেনরী জর্জের অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আলোচনা, পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কৃষকদের যেহেতু উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক খাজনা হিসাবে ভূস্বামীদের দিয়ে দিতে হয়, তাই তারা সব সময়ই দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। কিন্তু জমির জাতীয়করণ করা হলে জমির মালিক হবে কৃষকেরা নিজে, তারা ভূস্বামীদের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে খাজনা দেবে আর ভূস্বামীদের শোষণের হাত থেকেও রেহাই পাবে। বিপ্লবোত্তর চীনে "সভ্যতার অগ্রগতির সাথে জমির মূল্যও বৃদ্ধি পাবে"—এই কথা বলে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে জমির অর্থ মূল্যেরও বিশেষ বৃদ্ধি ঘটবে। "জমির মালিকানা ক্ষেত্রে সমতার নীতি" অনুসরণ করা হলে জমির বর্ধিত মূল্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ভূস্বামীরা আত্মসাৎ করতে পারবে না। এর ফলে পুঁজিবাদের বিকাশই ত্বরান্বিত হবে (*The Revolution of 1911 : Turning Point in Modern Chinese History,* Beijing 1991)।